সিলেট সরকারি গণগ্রন্থাগার

সিলেট সরকারি গণগ্রন্থাগারটির অবস্থা বড়োই করুণ। স্থানের অভাব, আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় স্টাফ সংকটে নিপতিত এই প্রতিষ্ঠানটি। এ কারণে পাঠকদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। জানা গেছে, সিলেট জেলার গণগ্রন্থাগারটি ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর নাম ছিল তথ্য কেন্দ্র। ১৯৮০ সালে নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ পরিষদ করা হয়। সর্বশেষ ১৯৮২ সালের ১ মে সিলেট সরকারি গণগ্রন্থাগার নামকরণ করা হয়। গ্রন্থাগারটি সিলেটের একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাকেন্দ্র। সিলেট স্টেডিয়ামের পূর্ব পার্শ্বে, শহর সমাজসেবা অফিসের পিছনে অবস্থিত এ গ্রন্থাগারে মোট ১৬ হাজার ২০০ রকমের বই রয়েছে। গ্রন্থাগারটির ভবন দেখলে মনে হয়, এটি একটি পরিত্যক্ত বাড়ি। দরজা জানালা নেই বললেই চলে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে বইগুলো স্তূপাকারে রাখা হয়েছে। জায়গার অভাবে পাঠকদের রুমে বসে অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম করছেন গ্রন্থাগার কর্মকর্তারা। প্রায় সময়ই পাঠকরা বসার স্থান না পেয়ে দাঁড়িয়ে বই পাঠ করেন। আবার অনেকে ফেরতও যান।

সরকারি গণগ্রন্থাগারের দেখাশুনা করার দায়িত্ব সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যাস্ত। কিন্তু সিলেট সরকারি গণগ্রন্থাগারের প্রতি কর্তৃপক্ষের খেয়াল নেই। সিলেট শহরে বড়ো আকারের পাবলিক লাইব্রেরির মধ্যে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ ও সিলেট পৌর পাঠাগার উল্লেখযোগ্য। এ দুটি পাঠাগারে বহু পাঠকের সমাবেশ ঘটে। এ দুটি পাঠাগারের অবস্থাও ভালো না। তবে সিলেট গণগ্রন্থাগারের অবস্থা খুবই সংকুল। সাম্প্রতিককালে সিলেট শহরে একটি মোবাইল পাঠাগারও স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া মুসলিম সাহিত্য সংসদ প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য আসরেরও আয়োজন করে। এ থেকে প্রতি বছর অনেক সম্ভাবনাময় লেখকও বেরিয়ে আসছেন। সিলেট সরকারি গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমেও এ রকম আয়োজনের আশা আমরা রাখি। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় শিগগিরই এ গ্রন্থাগারের জন্য একটি চারতলা ভবন নির্মাণ করবে। এ জন্য সাড়ে ৪২ শতক জমিও ক্রয় করা হয়েছে। আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তখন এর নাম পরিবর্তন করে বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারও হতে পারে। তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সমাধান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

বিদ্যুৎরাজন
দাড়িয়াপাড়া, সিলেট।